AS-SUNNAI
Health Care

জরায়ু ও প্রস্রাবের

জাদুর চিকিৎসা

জরায়ুর জাদুর রুকইয়াহ
কুরআনের আয়াতসমূহ — বাংলা অনুবাদসহ

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে: রাক্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464

জরায়ুর জাদুর রুকইয়াহ

জরায়ু ও প্রস্রাবের জাদু বিষয়ক কুরআনের আয়াতসমূহ — বাংলা অনুবাদসহ

সূচিপত্র

প্রথম অংশ: প্রারম্ভিক দোয়া ও সূরাসমূহ — প্রারম্ভিক দোয়া, বিসমিল্লাহ, সূরা আল-ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী।

দ্বিতীয় অংশ: জরায়ু ও প্রস্রাবের জাদু বিষয়ক আয়াতসমূহ — কুরআনের ৯১টি আয়াত ও আয়াতগুচ্ছ, বাংলা অনুবাদসহ।

প্রারম্ভিক দোয়া ও সূরাসমূহ

বিষয়: জরায়ুর জাদুর রুকইয়াহ (Uterus Magic Ruqyah)

এই রুকইয়াহটি বিশেষ করে জরায়ুর যাদু, নিঃসন্তান হওয়ার চক্রান্ত এবং নারীঘটিত জটিল শারীরিক-আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর কালামের মাধ্যমে চিকিৎসা।

প্রারম্ভিক দোয়া (৩ বার)

بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّأْنِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ، شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি যিশ-শানি, আযীমিল বুরহানি, শাদীদিস সুলতানি, মা-শাআল্লাহু কানা, ওয়া আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতান।

বিসমিল্লাহ (১৯ বার)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

অর্থ: পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা আল-ফাতিহা (৩ বার)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾

অর্থ: (১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আয়াতুল কুরসী (৩ বার)

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)

জরায়ু ও প্রস্রাবের জাদু বিষয়ক আয়াতসমূহ

১. মানব সৃষ্টির ঘোষণা (খিলাফত) - সূরা আল-বাকারা: ৩০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

অর্থ: আর যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমিনে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে তাতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না'।

২. জান্নাতে বসবাস ও সতর্কতা - সূরা আল-বাকারা: ৩৫

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾

অর্থ: আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

৩. গোপন অপরাধ প্রকাশ - সূরা আল-বাকারা: ৭২

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

অর্থ: আর স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর একে অন্যকে দায়ী করছিলে। আর আল্লাহ তা প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করছিলে।

৪. যাদু ও শয়তানের অনুসরণ - সূরা আল-বাকারা: ১০২

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ: আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেননি; বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের ওপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো ফিতনা স্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফরী করো না'। অতঃপর তারা তাদের থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না। আর তারা অবশ্যই জেনেছে যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করেছে, আখিরাতে তার কোন অংশ নেই। আর তা কতইনা মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।

৫. মুসলিম উম্মাহ ও ইবাদত কবুলের দোয়া - সূরা আল-বাকারা: ১২৮

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

অর্থ: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও আপনার অনুগত জাতি ও উম্মত বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৬. সিয়ামের রাতে বৈধতা ও সীমারেখা - সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

অর্থ: সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মার্জনা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর। আর তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৭. পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীর চরিত্র - সূরা আল-বাকারা: ২০৫

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

অর্থ: আর যখন সে ফিরে যায়, তখন সে যমিনে চেষ্টা করে যাতে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও বংশধর ধ্বংস করতে পারে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।

৮. পবিত্রতা ও দাম্পত্য সম্পর্ক - সূরা আল-বাকারা: ২২২-২২৩

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ
وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

অর্থ: আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তা কষ্টদায়ক'। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে। (২২২) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর যেভাবে ইচ্ছা। আর তোমরা নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

অর্থ: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর তাদের স্বামীরা যদি আপোষ করতে চায়, তবে তারা এ সময়ে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। আর নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২২৮) তালাক দুইবার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু গ্রহণ করবে। তবে যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। সুতরাং যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না, তবে স্ত্রী যা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে তাতে কারো কোন পাপ নেই। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারাই যালিম। ... অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে এরপর সে তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের একে অপরের কাছে ফিরে আসায় কোন পাপ নেই, যদি তারা ধারণা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, যা তিনি বর্ণনা করেন এমন কওমের জন্য যারা জানে।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟
بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ * وَٱلْوَٰلِدَٰتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿٢٣٣﴾

অর্থ: আর যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না, যদি তারা বিধি মোতাবেক পরস্পর সম্মত হয়। তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে, তাকে এর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (২৩২) আর জননীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যে দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো বিধি মোতাবেক তাদের (জননীদের) খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে এবং যার সন্তান তাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিশের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে (ধাত্রী দ্বারা) দুধ পান করাতে চাও, তবে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা যা দিতে চেয়েছ তা বিধি মোতাবেক আদায় কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দত ও অধিকার (পুনরাবৃত্তি) - সূরা আল-বাকারা: ২২৮

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

অর্থ: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে হালাল নয়। আর তাদের স্বামীরা যদি আপোষ করতে চায়, তবে তারা এ সময়ে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিক হকদার। আর নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের... আর নারীদের ওপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১২. মাতৃগর্ভে আকৃতি দান - সূরা আলে-ইমরান: ৬

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

অর্থ: তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৩. মারইয়াম (আ.) এর জন্ম ও শয়তান থেকে সুরক্ষা - সূরা আলে-ইমরান: ৩৬

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿٣٦﴾

অর্থ: অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, সে বলল, 'হে আমার রব, আমি তো কন্যা প্রসব করেছি'। আর আল্লাহই ভাল জানেন, যা সে প্রসব করেছে। আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। 'আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি'।

১৪. যাকারিয়া (আ.) এর দোয়া ও সুসংবাদ - সূরা আলে-ইমরান: ৩৮-৪০

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ
ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ
مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ
يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

﴿٤٠﴾

অর্থ: সেখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে দোয়া করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দোয়া শ্রবণকারী'। অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডাকল, যখন তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন যে, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কালিমার সত্যায়নকারী, নেতা, নারী-সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী'। তিনি বললেন, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসেছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা'? তিনি বললেন, 'এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা করেন'।

১৫. আল্লাহর কুদরত (মারইয়াম আ. এর বিস্ময়) - সূরা আলে-ইমরান: ৪৭

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ
إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

অর্থ: সে বলল, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি'? তিনি বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য কেবল বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়'।

১৬. আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরা ও ভ্রাতৃত্ব - সূরা আলে-ইমরান: ১০৩

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

অর্থ: আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিআমতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও।

১৭. মানব সৃষ্টি, আত্মীয়তা ও ইয়াতিমদের হক - সূরা আন-নিসা: ১-৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿٣﴾

অর্থ: হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। (২) আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে (মিলিয়ে) খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ। (৩) আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে কর। আর যদি আশংকা কর যে, আদল করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে (বিয়ে কর)। এটি তোমাদের অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী।

১৮. নারীদের উত্তরাধিকার ও আচরণ - সূরা আন-নিসা: ১৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴿١٩﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নিতে পার; তবে যদি তারা স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

১৯. জান্নাত ও পবিত্র স্ত্রীগণ - সূরা আন-নিসা: ৫৭

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلّٗا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

অর্থ: আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি অচিরেই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। আর আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব ঘন ছায়ায়।

২০. মুমিন হত্যা ও শাস্তি - সূরা আন-নিসা: ৯৩

وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴿٩٣﴾

অর্থ: আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখবেন মহা শাস্তি।

২১. নরহত্যা ও ফাসাদ - সূরা আল-মায়িদা: ৩২

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

﴿٣٢﴾

অর্থ: এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের ওপর এই বিধান দিয়েছিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করা ছাড়া যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের কাছে আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। এরপরও তাদের অনেকে যমীনে সীমালঙ্ঘনকারী।

২২. চতুষ্পদ জন্তুর জোড়া - সূরা আল-আন'আম: ১৪৩

ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٤٣﴾

অর্থ: (আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন) আট প্রকার জোড়া। ভেড়ার মধ্যে দুই এবং ছাগলের মধ্যে দুই। বল, 'তিনি কি নর দুটি হারাম করেছেন, নাকি মাদী দুটি? নাকি মাদী দুটির গর্ভ যা ধারণ করে আছে তা? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

২৩. হারাম ও হালাল বিধান - সূরা আল-আন'আম: ১৫১

* قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

অর্থ: বল, 'এসো, তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি। তা এই যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না—তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে। আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার'।

২৪. জান্নাতে আদম ও হাওয়া (আ.) - সূরা আল-আ'রাফ: ১৯

وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

অর্থ: আর 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখা হতে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এই গাছটির কাছে যেও না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।

২৫. ফির'আউনের হত্যাযজ্ঞ - সূরা আল-আ'রাফ: ১২৭

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَٰهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ: আর ফির'আউনের কওমের সর্দাররা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে ছেড়ে দেবেন'? সে বলল, 'শীঘ্রই আমি তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর পরাক্রমশালী'।

২৬. দাম্পত্য প্রশান্তি ও সন্তান কামনা - সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯

* هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا
لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

অর্থ: তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এক নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিশল, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। অতঃপর যখন সে ভারাক্রান্ত হল, তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে দু'আ করল, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুজারদের অন্তর্ভুক্ত হব'।

২৭. মুমিনদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন - সূরা আল-আনফাল: ৬২-৬৩

وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ
﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

অর্থ: আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমীনে যা আছে তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. আত্মীয়তার হক - সূরা আল-আনফাল: ৭৫

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

অর্থ: আর যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা আল্লাহর কিতাবে একে অপরের বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাতা।

২৯. ইব্রাহিম (আ.) এর মেহমান ও সুসংবাদ - সূরা হূদ: ৬৯-৭৩

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ
حَنِيذٍ ... قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ
حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

অর্থ: ... তারা বলল, 'তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময়বোধ করছ? হে আহলে বাইত, তোমাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত। নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত'।

৩০. গর্ভধারণ ও আল্লাহর জ্ঞান - সূরা আর-রা'দ: ৮

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ
بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

অর্থ: প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও যা বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

৩১. জান্নাতে পরিবার - সূরা আর-রা'দ: ২৩

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

অর্থ: স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতৃপুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেককার তারাও। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে।

৩২. রাসূলদের স্ত্রী ও সন্তান - সূরা আর-রা'দ: ৩৮

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن
يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

অর্থ: আর আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান।

৩৩. ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া - সূরা ইবরাহীম: ৩৯-৪০

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দু'আ শ্রবণকারী। 'হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আর আমার দু'আ কবুল করুন'।

৩৪. সুসংবাদ ও হতাশা মুক্তি - সূরা আল-হিজর: ৫৩-৫৬

قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِى عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾

অর্থ: তারা বলল, 'ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি'। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ অথচ বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করেছে? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ'? তারা বলল, 'আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না'। তিনি বললেন, 'আর পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়'?

৩৫. দুনিয়ার চাকচিক্য ও মুমিনদের প্রতি বিনয় - সূরা আল-হিজর: ৮৮

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

অর্থ: আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে যে ভোগোপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি তোমার দু'চোখ প্রসারিত করো না এবং তাদের জন্য আফসোস করো না। আর মুমিনদের জন্য তোমার ডানাকে অবনত রাখ।

৩৬. জোড়া সৃষ্টি ও নাতি-নাতনী - সূরা আন-নাহল: ৭২

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

অর্থ: আর আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতি-নাতনী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছেন। তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করে?

৩৭. প্রাণের পবিত্রতা - সূরা আল-কাহফ: ৭৪

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

অর্থ: অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল, তখন সে তাকে হত্যা করল। মূসা বলল, 'আপনি কি এক পবিত্র প্রাণকে হত্যা করলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? অবশ্যই আপনি এক গর্হিত কাজ করলেন'।

৩৮. যাকারিয়া (আ.) এর প্রার্থনা - সূরা মারইয়াম: ১-৩

كٓهيعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾

অর্থ: কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার রবকে নিভৃতে আহ্বান করেছিল।

৩৯. উত্তরাধিকারী প্রার্থনা ও সুসংবাদ - সূরা মারইয়াম: ৪-৯

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ ... قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

অর্থ: সে বলল, 'হে আমার রব, আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যে মাথা সাদা হয়ে গেছে। আর হে আমার রব, আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি।... তিনি বললেন, 'এভাবেই (হবে); তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং আমি তো তোমাকে এর আগে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না'।

৪০. পবিত্র সন্তান দান - সূরা মারইয়াম: ১৮-১৯

قَالَتْ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

অর্থ: সে বলল, 'আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় চাইছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও'। সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার রবের দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য'।

৪১. একাকীত্ব ও আল্লাহর দান - সূরা মারইয়াম: ৪৯

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

অর্থ: অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আর প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম।

৪২. শয়তান থেকে সুরক্ষা - সূরা ত্বা-হা: ১১৭

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾

অর্থ: অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তুমি কষ্ট পাবে'।

৪৩. দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহিত না হওয়া - সূরা ত্বহা: ১৩১

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

অর্থ: আর আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার প্রতি তোমার দু'চোখ প্রসারিত করো না, যাতে আমি এ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযকই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

৪৪. নবীগণের বংশধর - সূরা আল-আম্বিয়া: ৭২

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾

অর্থ: আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসেবে ইয়াকুবকে। আর প্রত্যেককেই আমি নেককার বানালাম।

৪৫. জাকারিয়া (আ.) এর দোয়া কবুল - সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾

অর্থ: তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দান করলাম ইয়াহইয়া ও তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত এবং আশা ও ভীতি নিয়ে আমাকে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।

৪৬. নিঃসন্তানদের জন্য বিশেষ দোয়া ও সতীত্ব রক্ষা - সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৯-৯১

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ ... وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩١﴾

অর্থ: আর (স্মরণ কর) যাকারিয়াকে, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল, 'হে আমার রব, আমাকে একা রেখো না, আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'।... আর সেই নারীকে (স্মরণ কর), যে তার লজ্জাস্থান হেফাযত করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম।

৪৭. জরায়ুতে স্থিতি ও প্রস্থান - সূরা আল-হজ্জ: ৫

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

অর্থ: আর আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জরায়ুতে স্থিতি রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি।

৪৮. মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রম - সূরা আল-মুমিনূন: ১২-১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

অর্থ: আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। (১২) তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

৪৯. রাত, ঘুম ও দিন - সূরা আল-ফুরকান: ৪৭

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

অর্থ: আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ, ঘুমকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন পুনরুজ্জীবনের সময়।

৫০. পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি ও আত্মীয়তা - সূরা আল-ফুরকান: ৫৪

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

অর্থ: আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

৫১. পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া - সূরা আল-ফুরকান: ৭৪

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

অর্থ: আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'।

৫২. লূত (আ.) এর কওমের প্রতি ভর্ৎসনা - সূরা আশ-শু'আরা: ১৬৫-১৬৬

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

অর্থ: 'সৃষ্টিজগতে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হচ্ছ'? (১৬৫) 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন করছ? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী কওম'।

৫৩. ফিরআউনের স্ত্রীর উক্তি (মূসা আ. সম্পর্কে) - সূরা আল-কাসাস: ৯

وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

অর্থ: আর ফিরআউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশু আমার ও তোমার চোখের শীতলতা। তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেব'। অথচ তারা (পরিণাম) উপলব্ধি করতে পারছিল না।

৫৪. মূসা (আ.) এর ভীতি ও দোয়া - সূরা আল-কাসাস: ৩৩

قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

অর্থ: সে বলল, 'হে আমার রব, আমি তো তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'।

৫৫. ইব্রাহিম (আ.) এর বংশধরের নবুওয়াত - সূরা আল-আনকাবূত: ২৭

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

অর্থ: আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য নবুওয়াত ও কিতাব নির্ধারণ করলাম। আর দুনিয়াতে আমি তাকে তার প্রতিদান দিলাম এবং নিশ্চয় সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫৬. পিতা-মাতার হক ও মায়ের কষ্ট - সূরা লুকমান: ১৪

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

৫৭. আল্লাহর অদৃশ্যের জ্ঞান - সূরা লুকমান: ৩৪

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

৫৮. দাম্পত্য জীবনে প্রেম ও করুণা - সূরা আর-রূম: ২১

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৫৯. পালক পুত্রের স্ত্রী ও আল্লাহর বিধান - সূরা আল-আহযাব: ৩৭

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ...

অর্থ: আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার ওপর অনুগ্রহ করেছ... অতঃপর যায়েদ যখন তার থেকে প্রয়োজন শেষ করল (তালাক দিল), তখন আমি তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম... আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৬০. স্ত্রীদের পরিবর্তন নিষিদ্ধ - সূরা আল-আহযাব: ৫২

لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

অর্থ: এরপর তোমার জন্য অন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর পর্যবেক্ষক।

৬১. বিচার দিবসে ফয়সালা - সূরা সাবা: ২৬

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

অর্থ: বল, 'আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনি মহাবিচারক, মহাজ্ঞানী'।

৬২. মাটি থেকে সৃষ্টি ও আয়ু নির্ধারণ - সূরা ফাতির: ১১

وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

অর্থ: আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বাড়ানো হয় না, আর তার আয়ু কমানোও হয় না, কিন্তু তা রয়েছে কিতাবে (লওহে মাহফূযে)। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

৬৩. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি - সূরা ইয়াসীন: ৩৬

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

অর্থ: পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৬৪. নূহ (আ.) এর বংশধর - সূরা আস-সাফফাত: ৭৭

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ

অর্থ: আর আমি তার (নূহের) বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।

৬৫. ইব্রাহিম (আ.) এর হিজরত ও ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ - সূরা আস-সাফফাত: ৯৮-১০১

فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

অর্থ: তারা তার (ইবরাহীমের) ক্ষতি করার ফন্দি করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (৯৮) আর সে বলল, 'আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন'। (৯৯) 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'। (১০০) অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

৬৬. দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.) - সূরা ছোয়াদ: ২৯-৩০

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

অর্থ: এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি... আর আমি দাউদকে সুলাইমান দান করেছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহ অভিমুখী।

৬৭. আইয়ুব (আ.) এর রোগমুক্তি ও পরিবারের প্রত্যাবর্তন - সূরা ছোয়াদ: ৪১-৪৩

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٤٣﴾

অর্থ: আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ূবকে... (আমি তাকে বললাম,) 'তুমি তোমার পা দিয়ে নাড়া দাও... আর আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন দান করলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমসংখ্যক (আরো দান করলাম) আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

৬৮. মাতৃগর্ভের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও আল্লাহর একত্ববাদ - সূরা আয-যুমার: ৬

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু থেকে আট প্রকার নাযিল করেছেন। তিনি তোমাদের মায়েদের পেটে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন, পর্যায়ক্রমে একের পর এক, তিনটি অন্ধকারে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

৬৯. জীবনের স্তর ও নির্দিষ্ট সময় - সূরা গাফির: ৬৭

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে। এরপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন, তারপর যাতে তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, তারপর যাতে তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু এর পূর্বেই হয়ে যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে পার এবং যাতে তোমরা অনুধাবন কর।

৭০. দীনের ওপর অবিচল থাকা ও ন্যায়বিচার - সূরা আশ-শূরা: ১৫

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

অর্থ: সুতরাং তুমি এর (দীনের) প্রতিই আহ্বান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ... আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করবেন। আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন'।

৭১. সন্তান দান ও আল্লাহর ক্ষমতা - সূরা আশ-শূরা: ৪৯-৫০

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

অর্থ: আসমানসমূহ ও যমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

৭২. গর্ভধারণের কষ্ট ও ৪০ বছর বয়সে দোয়া - সূরা আল-আহকাফ: ১৫

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ
ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى
ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে... 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দিন, যেন আমি আপনার নিআমতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি... এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।

৭৩. ক্ষমতা পেলে ফাসাদ সৃষ্টি - সূরা মুহাম্মদ: ২২

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

অর্থ: তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসনক্ষমতা পাও, তবে তোমরা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

৭৪. ইব্রাহিম (আ.) এর স্ত্রী ও সুসংবাদ - সূরা আয-যারিয়াত: ২৮-৩০

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ ۖ
فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ
هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

অর্থ: এতে সে তাদের সম্পর্কে মনে মনে ভীত হলো। তারা বলল, 'ভয় পাবেন না'। আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং নিজ গালে চপেটাঘাত করে বলল, '(আমি) এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা'! তারা বলল, 'তোমার রব এভাবেই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'।

৭৫. মুমিন ও তাদের সন্তানদের মিলন - সূরা আত-তূর: ২১

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ﴿٢١﴾

অর্থ: আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিয়ে দেব এবং তাদের আমল থেকে আমি কিছুই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি যা কামাই করেছে তার কাছে সে দায়বদ্ধ।

৭৬. মাতৃগর্ভের অবস্থা ও তাকওয়া - সূরা আন-নাজম: ৩২

ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلۡمَغۡفِرَةِۚ هُوَ أَعۡلَمُ بِكُمۡ إِذۡ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَإِذۡ أَنتُمۡ أَجِنَّةٞ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡۖ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾

অর্থ: যারা ছোট-খাট অপরাধ ছাড়া কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে প্রশস্ত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়েদের পেটে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র ভেবো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।

৭৭. শুক্রবিন্দু থেকে নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি - সূরা আন-নাজম: ৪৫-৪৬

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطۡفَةٍ إِذَا تُمۡنَىٰ ﴿٤٦﴾

অর্থ: আর তিনিই জোড়ায় জোড়ায় নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।

৭৮. বীর্য থেকে সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ - সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৫৮-৫৯

أَفَرَءَيۡتُم مَّا تُمۡنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمۡ تَخۡلُقُونَهُۥٓ أَمۡ نَحۡنُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾

অর্থ: তোমরা যে বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমিই স্রষ্টা?

৭৯. অভিযোগকারিণী নারীর কথা আল্লাহ শুনেছেন - সূরা আল-মুজাদালাহ: ১

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

অর্থ: আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। আর আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৮০. ইদ্দত ও গর্ভধারণের বিধান - সূরা আত-তালাক: ৪

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

অর্থ: আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তবে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো ঋতুস্রাব হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

৮১. উত্তম স্ত্রীর গুণাবলী - সূরা আত-তাহরীম: ৫

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

অর্থ: যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দেন তবে অচিরেই তার রব তাকে তোমাদের পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, ঈমানদার, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়ামপালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।

৮২. বীর্য থেকে রক্তপিণ্ড ও সৃষ্টির সুবিন্যাস - সূরা আল-কিয়ামাহ: ৩৭-৪০

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

অর্থ: সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না? এরপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন। তারপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। তিনি কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৮৩. তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি ও জরায়ুতে স্থিতি - সূরা আল-মুরসালাত: ২০-২৩

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

অর্থ: আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে), এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অতঃপর আমি পরিমাপ করেছি; সুতরাং আমি কতই না উত্তম পরিমাপকারী!

৮৪. জোড়ায় সৃষ্টি - সূরা আন-নাবা: ৮

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

অর্থ: আর আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

৮৫. রাতকে পোশাকস্বরূপ করা - সূরা আন-নাবা: ১০

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

অর্থ: এবং রাতকে করেছি আবরণস্বরূপ (পোশাক)।

৮৬. পুনরুত্থান ও জীবন্ত প্রোথিত কন্যা - সূরা আত-তাকওয়ীর: ৭-৯

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

অর্থ: আর যখন রূহগুলোকে (দেহের সাথে) জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে। আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

৮৭. মানুষ কিসের তৈরি তা দেখা উচিত - সূরা আত-তারিক: ৫-৭

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

অর্থ: অতএব মানুষের দেখা উচিত কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। যা বের হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজর-হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে।

৮৮. নর ও নারী সৃষ্টি - সূরা আল-লাইল: ১-৩

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣﴾

অর্থ: কসম রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। কসম দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়। আর কসম তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৮৯. সূরা আল-ইখলাস (৩ বার)

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

অর্থ: বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

৯০. সূরা আল-ফালাক (৩ বার)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়। আর গিরায় ফুঁকদানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

৯১. সূরা আন-নাস (৩ বার)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের অধিপতির। মানুষের ইলাহের। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

AS-SUNNAI
Health Care

আস-সুন্নাহ হেলথ কেয়ার

As Sunnah Health Care

সম্পাদনা ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানে

রাব্বী এইচ এম মোশাররফ হুসাইন

CEO, As Sunnah Health Care

সুন্নাহের সাথে, সুস্থতার পথে।

www.assunnahealth.com | অ্যাপয়েন্টমেন্ট: 01313-882464